গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার,
সদর, মৌলভীবাজার
ইমেইলঃ urcmoulvibazar@gmail.com

উদ্ভাবনী ফরম **(Innovation)**

ক্রঃ নং	*সাধারণ তথ্যাবলি*	
১	আবেদনকারীর নাম	মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
২	প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
৩	ঠিকানা	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সদর, মৌলভীবাজার
৪	মোবাইল	০১৭১৬৪৫৭৯৭৯
৫	ইমেইল	urcmoulvibazar@gmail.com
৬	প্রকল্পের নাম	Student Support Network(SST)
৭	প্রকল্পের সারংশ	মৌলভীবাজার, সদর, উপজেলার ১টি বিদ্যালয়ের নির্বাচন করে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী, অভিবাক, শিক্ষক, সাপোর্ট শিক্ষক, এসএমসি, পিটিএ ও উপজেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় চলাকালীন এবং বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থানকালীন সময়ে লেখাপড়ায় সহযোগিতা করার জন্য নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বক্ষনিক শিখনে সহযোগিতা প্রদান করা।
৮	প্রকল্পো যৌক্তিকতা	সাধারণত পাঠ দানের সময় সকল শিক্ষার্থী পাঠের ১০০% আত্মস্থ করতে পারে না। আনেক শিক্ষার্থী যোগ্যতা অর্জন না করেই ১ম শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে এবং ২য় শ্রেণি থেকে ৩য় শ্রেণিতে ভর্তি হয়। তাদের কিছু মৌলিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি থেকে যায়। যার ফলে তারা পারগ শিক্ষার্থীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। নিজে নিজে পড়তে না পারার কারনে তারা বাড়িতে গিয়েও পড়তে পারে না। তাদের এই শিখন ঘাটতি দুর করার জন্য তাদের শ্রেণীকক্ষে ও শ্রেণী কক্ষের বাইরে অতিরিক্ত কিছু সহযোগিতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের এসএসটি(SST) এর মাধ্যমে সহযোগিতা দিলে শিখনফল নিশ্চিত হবে, শিখন স্থায়ী হবে, ঝরে পড়া হ্রাস পাবে, ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল ভাল হবে। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া হ্রাস পাবে। শিক্ষার্থীদের

		বিদ্যালয় ভীতি কমে যাবে। উপস্থিতি বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যালয়ে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হবে।
৯	প্রতল্পের সুবিধাভোগী	সরাসারি শিক্ষার্থী। তাছাড়াও শিক্ষক, অভিভাবক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়, সমাজ ও তথা দেশ।
১০	সংক্ষেপে প্রকল্পের ফলাফল	শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় ভীতি দূর হবে, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে, ঝরে পরা কমবে, পাশের হার বৃদ্ধি পাবে, মৌলিক জ্ঞান(যেমন পড়তে পাড়া, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি করতে পারা ইত্যাদি) বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে একটা ইতিবাচক সম্পর্ক তৈরি হবে ও শিক্ষার মান উন্নয় ঘটবে।
১১	প্রাথমিক শিক্ষার প্রকল্পের প্রভাব	ঝরে পড়া হ্রাস পাবে, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী হ্রাস পাবে, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে, কঠিন বিষয় অতি সহজে বোধগম্য হবে, শিখনফল নিশ্চিত হবে, আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা লাভ করবে। যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।
১২	প্রকল্পের মেয়াদ	পহেলা জানুয়ারী হইতে ৩০ শে জুন পর্যন্ত
১৩	পূর্বে জানামতে এই বিষয়ে কোন প্রকল্প আছে কী	নেই।

ক্রঃ নং	*সাধারণ তথ্যাবলি*	
১৪	সংক্ষেপে কর্ম পরিকল্পনা	জানুয়ারি মাসের ১ম সপ্তাহে উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহায়তায় ০১টি বিদ্যালয় নির্বাচন করা। জানুয়ারীর ২য় সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, অভিভাবক(১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের), এসএমসি, সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের সহ: উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং ইউআরসি ইন্স্ট্রাক্টকে নিয়ে একদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করা। উক্ত কর্মশালায় এসএসটি(SST) গঠন করা হবে এবং এসএসটি-তে কার কি দায়িত্ব কর্তব্য আছে তা বুঝিয়ে দেয়া হবে। একই সাথে বিদ্যালয়ের ভিতরে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য একজন করে শিক্ষক নির্বাচন করে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হবে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে কমপক্ষে এইচ এসসি পাশ একজন সাপোর্ট শিক্ষক নির্বাচন করা হবে। যিনি বিদ্যালয় শেষে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পঠিত বিষয়সমূহ সহজভাবে শিক্ষার্থীদের আত্মস্থ করতে

		সহযোগিতা করবেন। প্রতিদিনের হোম ওয়ার্কসমূহ প্রস্তুতে সহায়তা করবেন এবং মৌলিক বিষয়সমূহের দূর্বলতা থাকলে তা দূর করবেন। এসএমসি , পিটিএ ও বিশেষ করে অভিভাকগণ তাকে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
১৫	প্রকল্পের ধাপসমূহ	১ম ধাপ : বিদ্যালয় নির্বাচন করা। ২য় ধাপ : কর্মশালার আয়োজন করা । ৩য় ধাপ : শ্রেণি শিক্ষকে দায়িত্ব প্রদান ও সাপোর্ট শিক্ষককে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া। ৪র্থ ধাপ : শ্রেণি শিক্ষক ও সাপোর্ট শিক্ষককে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা। ৫ম ধাপ : সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন করা। ৬ষ্ঠ ধাপ : অভিভাবকদের সাথে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎকার নেয়া। ৭ম ধাপ : মূল্যায়ন ও প্রজেক্ট নিয়ে পর্যালোচনা।
১৬	কী কারণে এই প্রকল্প উদ্ভাবনী	শিক্ষণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই প্রচেষ্টার জন্য একটি নেটওয়ার্ক প্রয়োজন। এই নেটওয়ার্কের নাম Student Support Network(SST)। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও পারগ শিক্ষার্থীদের দ্বারা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের গ্রুপভিত্তিক সহযোগিতা করা এবং বিদ্যালয়ের বাইরে সাপোর্ট শিক্ষক দ্বারা মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষাদান এবং বিদ্যালয়ের পাঠ প্রস্তুতে সহায়তা করার কারনে প্রকল্পটি উদ্ভাবনী।
১৭	প্রকল্পটি কি সম্প্রসারণ যোগ্য	হ্যাঁ। এই প্রকল্পের সাফল্য দেখে অন্যান্য বিদ্যালয় কতৃপক্ষ এই মডেল তাদের বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী হবেন।
১৮	প্রকল্পটি কি টেকসই হবে	এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বিদ্যালয়ে কোন অপারগ শিক্ষার্থী থাকবে না। প্রতি বছর নতুন নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে এবং সকল শিক্ষার্থীকেই একই মডেলে সহায়তা করা যাবে। তাই প্রকল্পটি টেকসই।
১৯	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি ধরনের ঝুকির সম্ভাবনা আছে? এবং কীভাবে তা নিরশন করা হবে?	এসএমসি ও অভিভাবকগণ প্রথমত ইহা ইতিবাচকভাবে সাড়া নাও দিতে পারেন। মটিভেশনের মাধ্যমে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে ঝুঁকি নিরশন করা হবে।

২০	প্রকল্প বাস্তবায়নে জনবল পরিকল্পনা কতজন কি কাজে কতদিন নিযুক্ত থাকবে?	দুই জন কর্মকর্তা (১ জন উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইসন্ট্রাক্টর অন্য ১জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা) জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য একজন করে মোট তিন জন সাপোর্ট শিক্ষক। জানুয়ারি হতে জুন পর্যন্ত সময়ে।

ক্রঃ নং	*সাধারণ তথ্যাবলি*	
২১	জনবল বাজেট	সাপোর্ট শিক্ষক তিন জনের ৬ মাসের বেতন বাবদ ২০০০×৩×৬= ৩৬,০০০ টাকা
২২	বাস্তবায়ন বাজেট	উপকরণ ক্রয় বাবদ ৬,০০০ টাকা ও আপ্যায়ন বাবদ ৮,০০০ টাকা।
২৩	সময় আবদ্য কর্ম পরিকল্পনা	জানুয়ারীর ১ম সপ্তাহে বিদ্যালয় নির্বাচন করা ২য় সপ্তাহে কর্মশালার আয়োজন করা এবং SST মডেল বুঝিয়ে দেওয়া। জানুয়ারীর ৩য় সপ্তাহ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বাস্তবায়ন চলবে। একই সময়ে প্রতিমাসে অন্তত: একবার সংশ্লিষ্ট সকলে মিটিং-এ বসবেন এবং প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে নতুন ধারনা যুক্ত করবেন।
২৪	প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব	উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হবে, কোন অপারগ শিক্ষার্থী থাকবেনা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষট সকলোর সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটবে।

স্বাক্ষরিত
২৬/১২/২০১৬ ইং

তারিখ : ২৬/১২/২০১৬ ইং

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
ইনস্ট্রাক্টর(অ:দা:)
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, সদর
মৌলভীবাজার।